

ନାରୀ ଓ ପ୍ରସତି

‘এ বিশেষ যা কিন্তু কাল্পনাগবর, অর্থেক তার করেছে নাটো, অর্থেক তার নর’— কবিত্ব এ উচ্চারণকে খলি আমরা সত্য বলে জনি এবং আন্তরিকভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও সামাজিক জীবনে এ সত্যের প্রতিফলন ঘটাই, তবে আমরা নির্দিষ্টভাবে জাতিকে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কবির উচ্চারণের অন্তর্নির্দিষ্ট ভাগিদ হচ্ছে আমদের সামরিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদের সংস্কৃতি কর্তৃত হবে, নারীদের অধিক দেশে নিশ্চিত কর্তৃত হবে। অতএব তথ্যপ্রযুক্তি থাকেও পুরুষের পাশ্চাত্য নারীর সমাজবল অধিক দেশে নিশ্চিত করার পাশ্চাত্যিক এবং যায়। তথ্যপ্রযুক্তি কেবলে পুরুষের সাথে নারী একজনের কাজ করবে, এবিষয়টি আমরা যখন নিশ্চিত করতে পারব, তিক তখনই কার্যক আমদের তথ্যপ্রযুক্তি থাকে হচ্ছান্তিশ গতি আসবে। আর তখনই তথ্যপ্রযুক্তি থাকের কান্তিক অংগুহন ঘটবে। দেশের অভিন্নত্বে তথ্যপ্রযুক্তি থাকের ভূমিকা একটি সিদ্ধান্তসূচক পর্যায়ে উঠে আসবে। সেই সূচে আমরা আমদের অভিন্নতিকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে পারব। দূর হবে আমদের অভিন্নতিসহ অন্যান্য সব ধরনের পরিবর্তনগুলো। আর আমদের লক্ষ্যও তো তাই। অতএব আমদের আমদের ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ডে সহিত করাব। এখনই সেখানে আমা করিন নয় যে, যেখানে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, দেশখালি নারীদের বাদ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিকে কোনো সমৃদ্ধ পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করার চিন্তা-অবস্থা করাটা হৈমি একটি বৃষ্টি ধরনের বোকামি, তেমনি বৃষ্টি ধরনের এক পাপগত। এ বোকামি ও পাপ ধেতে নিয়ে থাকার জন্ম আমদের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপায় খুঁজে বের করে প্রযোজনীয়ী কার্যকর পদক্ষেপে নিয়ে হবে। এ তাত্ত্বিক সময়ে রেখে এবার আমরা তৈরি করারি আমদের জ্ঞানের প্রতিক্রিয়ে আসছি। আমা করি, প্রতিক্রিয়া আমদের জাতীয় নেতৃত্বের ও মীমি-মৰ্বিকরকদের নকন করে আবশ্যিক সময়ে করে দেবে।

গত ৬ জুন বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি বিভাগে দুইজন পূর্ণ সচিবের নিয়োগ দেন্তা হয়েছে। বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও ধ্যানুষ্ঠি বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোঃ আক্ষয় কর হাইল্ডার এবং একই মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগশীলতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, বর্তমান মহাশূণ্য সরকারের জিপিটি বাল্যবাচক পদবী কর্মসূচিকে আগে জোরালভ করতে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগশীলতার মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগে তাঁ করার সরকারী সৌজন্য দেয় করেক মস আলো। একই দিনে ‘তথ্য ও যোগাযোগশীলতা বিভাগ’ এবং অপরটি ‘বিজ্ঞান ও ধ্যানুষ্ঠি বিভাগ’। তবে পৃথক এই বিভাগ দুটি প্রকল্প মন্ত্রীর অধীনেই থাকবে। শুধু সচিব ঘোষণার দুর্দল। গত ৬ জুন এই দুই বিভাগে দুজন সচিব নিয়োগের দর্শন নিয়ে কার্যকৃত বিভাগ দুটিকে আলাদা আলাদাভাবে কর্মসূচি প্রতিবানের সূচনাই করা হচ্ছে। আমরা সরকারের এ উদ্যোগের স্বাক্ষর জানাই। কারণ, বর্তমান সরকারের জিপিটি বাল্যবাচক শাঢ়ি কর্তৃত কার্যকৃত স্বাক্ষর করে পৌছেছে আইসিটি কর্মসূচকে এই প্রাপক্ষতার করে তুলতে হচ্ছে। আর একেবেশে বিজ্ঞান এবং আইসিটি মন্ত্রণালয়ে এই দুটি আলাদা বিভাগ গুলি সহায়ক ক্ষমতাই পালন করবে। একেবেশে ব্যবাধি পারার দারি বাধায়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারণ, তার ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গত বছরের আগস্টে এ সহজে সিদ্ধান্তটি মহিলাসভ্য অনুমোদিত হয়েছিল। সেই সাথে আমরা ব্যক্ষণ জানাই নথিমুক্ত এই দুই সচিবকে। এমন আমাদের স্বাক্ষরিক প্রত্যাশা— এ দুটি বিভাগ দুই নথিমুক্ত সচিব সমাজস্কলাভাবে তাদের সুষ্ঠু কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান ও আইসিটি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিকে দৃঢ় করার মাধ্যমে হচ্ছে।

সুন্ধর পাঠক, আপনারা জানলেন দেশে সঙ্গতির মানবের কাছে তথ্যবাহিত সুফল সশ্রদ্ধবানগুলো তুলে ধরার একটি অঙ্গীরিক লক্ষ্য নিয়েছে “কম্পিউটার জগৎ” প্রতিকার অভিযান কর। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা ব্যাববা টেক্ট করে আসেছি খবরসমূহ কর দানে কম্পিউটার জগৎ পরিচিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু, জরুরিমতের সব মুক্তকীর্তির ঘোষণা আমাদের ওপর দেশের বিশ্ব প্রভাব। তাই একজন অনিয়ন্ত্রিত সংযোগ সৃষ্টি সংযোগ থেকে কম্পিউটার জগৎ-এর প্রতিক্রিয়া দায় আরও ১০ টাকা বাঢ়িয়ে ৫০ টাকা করতে পারে বাধা হচ্ছে। পাঠকদের ওপর বাঢ়ি মালুম এই চাপ বাঢ়িয়ে জন আমরা দায়িত্বিত। আশা করি পাঠকসমাজের বিশ্বাসিতে আমাদের দায়িত্বে দেশে বেশি।

ବେଳେ କାନ୍ତିକ ଜାଗପ୍ରାଦିକ

- ଶ୍ରୀକୋଷଳୀ ତାଙ୍ଗୁଳ ଇଂଗଲାମ • ସୈହଜ ହାସାନ ଶାହଙ୍କୁଳ • ସୈଯାମ ହୋସିନ ମାହମୁଦ • ମୋହମ୍ମଦ ଆବଦୁଲ ଓରାଜାନ